SWAPNA, 26th Years 2nd Issue 1st April 2019, ISSN 0976-9676

A Peer Reviewed National Level Bengali Research Journal

Publisher : N.R. Dey, Lumding, Assam. Editor : Kumar Bishnu Dey, Handongphar
Sitlabari Colony, P.O. : Lumding, Dist. Hojai, Pin : [illegible] (Assam). Price [illegible] only

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক গবেষণা পত্রিকা স্বপ্ন বর্ষ ২৬ সংখ্যা ১, ১ বৈশাখ ১৪২৬, এপ্রিল ২০১৯

স্বপ্ন

ISSN 0976-9676
A Peer Reviewed National Level Bengali Research Journal
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক গবেষণা পত্রিকা
বর্ষ ২৬ সংখ্যা ১, ১ বৈশাখ ১৪২৬, ১৪এপ্রিল ২০১৯

সম্পাদক :
কুমার বিষ্ণু দে

স্বপ্ন

A Peer Reviewed National Leval Bengali Research Journal

BICHITRA VHABANA-3 (বিচিত্র ভাবনা-৩) Edited by Kumar Bishnu Dey, Harulongpher Sitla Bari Colony, P.O. Lumding, Dist-Hojai, Assam-782447

PUBLISHED : *15th April 2019*

PUBLISHER : *N. R. Dey*

COVER : *Kumar Bishnu Dey*

DTP & DESIGN : *Biplab Ch. Dey*
Purnima Dey

PRINTED : *SARASWATI PRINTERS*
Harulongpher, Lumding
Assam-782447
Mobile No. 09957442603

CORRESPONDENCE :

Kumar Bishnu Dey
Harulongpher Sitla Bari Colony
P.O. Lumding, Dist - Hojai
Pin -782447 (Assam)
Mobile : 08761934330

or

Kumar Bishnu Dey
Asstt. Prof. in Bengali
Nabin Chandra College
P.O. Badarpur, Dist - Karimganj
Pin -788806 (Assam)

Email : kumarbishnu@rediffmail.com

ISSN 0976-9676

Advisory Board

* ***Dr. Paramesh Acharjee***
Associate Prof. in Bengali
Tamralipta Mahavidyalay,
Tamluk, West Bengal

* ***Dr. Bubul Sharma***
Asstt. Prof. in Bengali
Assam University, Silchar

* ***Dr. Sanjoy Bhattacharjee***
Asstt. Prof. in Bengali
Gauhati University, Guwahati

Peer Review Team

* ***Dr. Tarun Mukhopadhyay***
Prof. Dept. of Bengali (Retd.)
Calcutta University, Kolkata

* ***Dr. Bikash Roy***
Prof. Dept. of Bengali
Gaur Banga University, Malda

* ***Dr. Binita Rani Das***
Asso. Prof. Dept. of Bengali
Gauhati University, Guwahati

* ***Dr. Ramakanta Das***
Asstt. Prof. in Bengali
Assam University, Silchar

* ***Dr. Durba Deb***
Asstt. Prof. in Bengali
Assam University, Silchar

Price : Two Hundred Only

স্বপ্ন

ISSN 0976-9676

A Peer Reviewed National Leval Bengali Research Journal

সম্পাদকীয়

উগ্রপন্থী সমস্যা ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যা হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ পাকিস্থানের উগ্রপন্থী দ্বারা বারবার বিদ্ধ হয়েছে। তারমধ্যে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীন উগ্রপন্থী সমস্যা তো রয়েছেই। ইতিমধ্যে (১৪.০২.২০১৯) পাকিস্থানের উগ্রপন্থী দ্বারা কাশ্মীরের পুলওয়ামার আত্মঘাতী হামলায় চৌচাল্লিশ জন ভারতীয় সি.আর.পি.এফ. সৈনিক শহিদ হয়ে যায়। এতে সারা পৃথিবী একত্রিত হয়ে ভারতবর্ষের পাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্থানের নিন্দা করে এবং এর প্রতিশোধ নেবার জন্য সব দেশ ভারতসরকারকে উৎসাহ প্রদান করে। দুঃখের বিষয়, উগ্রপন্থী দ্বারা সংগঠিত ঘটনায় কারো কোনো বড় ধরনের লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না। চৌচাল্লিশের বদলে প্রায় দু'শ জন উগ্রপন্থীকে মারা হয়। শহিদ সৈনিকরা নিরিহ। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় উগ্রবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকার পক্ষকে নানাভাবে আক্রমণ করতে থাকে। কাশ্মীরের গোঁড়াবাদী ধর্মীয় সংগঠনগুলো কাশ্মীরকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করতে এবং কাশ্মীরকে হিন্দু শূন্য করতে অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছে, কিন্তু কাশ্মীরের সাধারণ জনতা তা কোনো মতেই মেনে নিতে রাজি নয়। ভারত যখন পুলওয়ামার প্রতিদান স্বরূপ পাকিস্থানের উগ্রপন্থী ঘাটি উড়িয়ে দিল সেদিন আমাদের দেশের সেকুলারপন্থী রাজনীতিজরা কষ্টে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দুঃখ প্রকাশে পাকিস্থানের সর্দি মুছে দিতে লাগল। কিন্তু এই ঘটনায় ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত জনসাধারণ স্বস্থির দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে একটু ঘুমাবার চেষ্টা করল। খুশি হল সারা পৃথিবী এবং পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীরবাসী। তাই আমাদের দেশের ভারতবিরোধী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের ধিক্কার জানাতে জনতা এঁদের নিয়ে নানা রকম অপমানজনক মন্তব্য করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আর আমরা যাঁরা সৃষ্টিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে মনের বেদনা প্রকাশ করতে তৎপর তারা জানিনা ধর্মের গোঁড়ামি, জানিনা রাজনীতি, জানিনা উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ। জানি শুধু 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' 'উন্নত মম শির'।

[প্রাবন্ধিকদের যে কোনো লেখার জন্য সম্পাদক দায়মুক্ত।]

স্বপ্ন
ISSN 0976-9676
A Peer Reviewed National Leval Bengali Research Journal

পাতাক্রম

১. মলয় রায়চৌধুরী
• উত্তর দার্শনিকতা ১-৩৫
• প্রতিস্থ পরিসরের অবিনির্মাণ ৩৬-৭৩
২. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৭৪-৮৪
'শেষের কবিতা' ও 'জন ডন': সংরূপে ও অনুষঙ্গে
৩. প্রিয়কান্ত নাথ ৮৫-৯৫
নজরুল ইসলাম : মানবিকতার তীর্থ-পথিক
৪. রমাকান্ত দাস ৯৬-১০৪
নজরুলের কাব্যে শিব-ঐতিহ্য : প্রসঙ্গ 'অগ্নিবীণা'
৫. ইপ্সিতা হালদার ১০৫-১০৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও
জাতীয়তাবাদের ধারণা
৬ কুমার বিষ্ণু দে ১১০-১১৬
বরাক উপত্যকার গল্প কথা
৭. পূর্ণিমা সাহা ১১৭-১২২
'আমি ভর্তৃহীনা ধূমাবতী'— বৈধব্য জীবনের অভিঘাত :
'প্রসঙ্গ শ্বেত পাথরের থালা' উপন্যাস
৮. মানচিত্র পাল ১২৩-১২৬
প্রসঙ্গ : মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে লোকউপাদান

উত্তর-দার্শনিকতা

মলয় রায়চৌধুরী

উত্তর-ঔপনিবেশিকতা (পোস্ট-কলোনিয়ালিটি) বিষয়ক আলোচনা-পরিসরের বিস্তারের দরুন চিন্তাভাবনার কয়েকটি স্বতন্ত্র এলাকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জ্ঞানের আদরাগুলোকে ভাবুক মহলে নতুন করে যাচাই করার উদ্যম দেখা দিয়েছে এবং তাদের নতুন করে গড়ে তোলার সংস্কারমূলক প্রয়াস চলছে। সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিকতা এবং পৃথিবীর উত্তর-গোলার্ধের আধিপত্যের চাপে ভূমিপুত্রের সামাজিক আত্মপরিচয় ও ব্যক্তিনিষ্ঠা কেমন ধারা পাল্টেছে, আর মূল চেহারাটিকে খুঁজে তার সঙ্গে এখনকার মানুষগুলোর সম্পর্ক নবীকরণের সূত্র অনুসন্ধানের কাজটাও, গুরুত্ব পাচ্ছে। এই নতুন ভাবনাচিন্তা, স্বাভাবিক কারণে, প্রাতিষ্ঠানিক মতবাদের বনেদগুলো কাঁপাতে আর করেছে। তার মানে এই নয়, যে, ঔপনিবেশিকতা এবং তার উত্তরাধিকার নিয়ে এতাবৎ কোনো প্রশ্ন তোলা হয়নি। হয়েছে। জাতীয়তাবাদ ও ধ্রুপদী মার্কসবাদের মতন দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা। কিন্তু উভয়েই কোনো-না কোনো ভিত্তিবাদী (ফাউন্ডেশনালিস্ট) ধ্যানধারণার ওপর নির্ভর করায়, পরিচালকের সিংহাসনে বসিয়েছে উত্তর-গোলার্ধকেই। তাই জাতীয়তাবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদী মূল্যবোধের বিরোধিতায় অধীনস্থ দেশে ইতিহাসের এবং কর্তৃত্বের বিশ্লেষণ করতে চেয়েছে, তখন ঔপনিবেশিক বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা বহাল করা প্রগতি (প্রোগ্রেস) ও বিচার-বুদ্ধির (র‍্যাশনালিটি) বক্তব্যের ওপর নির্ভর করেছে। পক্ষান্তরে, ধ্রুপদী মার্কসবাদীরা যখন ঔপনিবেশিকতাকে আক্রমণ করেছেন, তখন তাঁদের সমালোচনার কাঠামো গড়ে উঠেছে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সর্বজনীনতা-নির্ভর প্রতর্ককে আশ্রয় করে।

উত্তর ঔপনিবেশিকতার নতুন ভাবনাটি কেবলমাত্র উত্তর গোলার্ধের ভাবুকদের খাড়া-করা সাঁকোর সাহায্য নিতে চায় না। ওই বাঁধাধরা পথে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিটি উপনিবেশের বৈভিন্ন্য, ও বৈচিত্র্যময় ইতিহাসকে ফেলতে চেয়েছিল নিজের বানানো তত্ত্ববিশ্বের ছকে, যার উৎস ছিল প্রাচীন গ্রিসের রেনেসাঁস। উত্তর ঔপনিবেশিকতা হল পরবর্তী ঘটনা, যা ঘটেছে ও ঘটছে ঔপনিবেশিক কাজ-কারবারের পর। উত্তর গোলার্ধের আধিপত্যের ইতিহাসের ভেতরে বাস করে কিংবা তার বাইরে দাঁড়িয়ে নয়, বরং তা থেকে তির্যক অবস্থান নিচ্ছে আলোচনার এলাকাটি। একরকম বহুআঁশলা আচরণের মীমাংসার মঞ্চের মতন এই পরিসর, যাকে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক বলেছেন 'ক্যাটাক্রিসিস' : নীতিমূল্যের রদবদল, পুনর্গঠন, পুনর্দখল। পোস্টমডার্ন (উত্তরাধুনিক), পোস্টমডার্নিটি (উত্তরাধুনিকতা), পোস্টমডার্নিজম (উত্তরাধুনিকতাবাদ) সংক্রান্ত ভাবকল্পের আর -সূত্র এখান থেকেই। অবস্থাটিকে উত্তর-দার্শনিক বলা যায়।

নজরুলের কবিসত্তা কঠিন আর কোমলের এক অপূর্ব সমন্বয়। একাধারে রোম্যান্টিক ও বিদ্রোহী সৈনিক। বাংলা কাব্য জগতে তাঁর আবির্ভাব এক হাতে অগ্নি আর এক হাতে বীণা নিয়ে। 'অগ্নিবীণা' কাব্যের উৎসর্গপত্রেও কবির এই দ্বৈতসত্তার স্বরূপ উদ্ভাসিত। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে অগ্নি-ঋষি দুর্বাসা রূপে অভিহিত করে তাঁরই কানে কবি বাজিয়ে দিলেন কদম্বের ডালে বসে মধুর মন্দ্র সুরে বাজানো কৃষ্ণের বংশীধ্বনি। কবি যথার্থই বলেছেন— 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য।' নজরুলের কবিমানসের এই দ্বৈতসত্তার উদ্ভাসন লক্ষিত হয় 'অগ্নিবীণা' কাব্যে হিন্দু পুরাণের দেবতা শিব চরিত্রের প্রয়োগে।

উল্লেখপঞ্জি

১. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম : কবিমানস ও কবিতা, রত্নাবলী, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, কার্তিক ১৪০৫, পৃষ্ঠা-১৩৫ ; (কমলেশ চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার' গ্রন্থ থেকে গৃহীত)।
২. বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, নজরুল সাহিত্যে লৌকিক জীবন ও সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা-৪১-৪২।
৩. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, তদেব, পৃষ্ঠা-৪৮।
৪. মহমুদুল হক, অন্য দিগন্তের নজরুল (প্রবন্ধ), দেবেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পাদিত শতবর্ষের আলোকে নজরুল, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ৯মে, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৩০।
৫. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও বিকাশ (২য় পর্ব), ফার্মা কে. এল. প্রা. লি., কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০০৩, পৃষ্ঠা-৮।
৬. ড০ শ্রীনাথ কুণ্ডু, প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২৩৯।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২২৮।
৮. জহরলাল বেরা, ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২২শে শ্রাবণ, ১৪১৭, পৃষ্ঠা-৫৫।
৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৫।
১০. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, তদেব, পৃষ্ঠা-৮২।
১১. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮১-৮২।

আপনি কি **M. Phil, Ph.D** র গবেষক ?

তাহলে আপনার গবেষণা সন্দর্ভটি সুন্দরভাবে **D.T.P.** ও বাইণ্ডিং করার জন্য 'স্বপ্ন' প্রকাশনীর ওপর নির্ভর করতে পারেন।

যোগাযোগ ঃ 09706705980

09864908799

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও জাতীয়তাবাদের ধারণা

ইপ্সিতা হালদার

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ভারতের আত্মার অন্যতম একজন মুখপাত্র। তিনি ছিলেন একসঙ্গে কবি, দার্শনিক, স্বদেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী। ভাবগত দিক থেকে তিনি ভারতীয় প্রজ্ঞার তথা পাণ্ডিত্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন। প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে নাড়া দেবার মত হৃদয়স্পর্শী সাহিত্যিক প্রতিভা যেন তাঁর লেখনীতে ঝরে পড়েছিল। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ; সেই কারণেই পশ্চিমীজগতের নিকট তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রভূত হিসাবে চিহ্নিত ও অভিনন্দিত হয়েছিলেন।

নানা বিষয়ের সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়েও তাঁর চিন্তাধারা প্রশংসার যোগ্য বা অতুলনীয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সমাজপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজকে বেশি শ্রদ্ধা করতেন। তিনি সরকারের নেতিবাচক সমালোচনার পরিবর্তে গঠনমূলক সামাজিক প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তাকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। তাঁর মতে সমাজ হল সমগ্র জীবিত বস্তু এবং কালক্রমে এটি মৌলিক বিষয়বস্তুর বিকাশ ঘটায়। সমাজ হল ঐশ্বরিক প্রকাশ। মানুষ সামাজিক সমন্বয়ের বর্দ্ধিত জীবনের মধ্যে অতিশক্তিমান ঐক্যের রহস্য দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। রবীন্দ্রনাথ অর্থহীন সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিরোধী ছিলেন। কারণ, তা সামাজিক স্বৈরাচারতন্ত্র কে চিরস্থায়ী করে থাকে। পশ্চিমী সভ্যতার প্রভাবের জন্য পুরাতন মূল্যবোধ ও নীতিসমূহ বা ন্যায়পরায়ণতা ভিত্তিভূমি হারিয়ে ফেলছিল। এই ধরনের হতাশা ও অস্থিরতার সময়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা হল, কেবলমাত্র গোষ্ঠী, সমিতি, সমষ্টি বা লোকসমাজের জীবনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবনে উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে। এইভাবে সামাজিক অঙ্গ বা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিজীবনে সুশৃঙ্খলতাবোধ ফিরিয়ে আনে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সময়ের পরগাছা অর্থনৈতিক শ্রেণীর বিরোধী ছিলেন। তিনি নিজে জমিদার পরিবারের সন্তান হলেও ঐ শ্রেণীর নৈতিক সভ্যতা সম্পর্কে মোহমুক্ত ছিলেন। তিনি মনে করতেন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের রক্ষক। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ধনসম্পদ আয়ত্ত করা, ন্যায়বিচার করা নয়। তিনি মনে করতেন নতুন সমাজ পুনর্গঠনের জন্য নেতৃত্ব কখনোই শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের মধ্য থেকে আসবে না, জমিদারদের মধ্য থেকেও আসবে না, একমাত্র মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের থেকেই তা আসা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ জাতব্যবস্থার প্রবল বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন জাতি ব্যবস্থার কাঠামো হল এক জড় আত্মাহীন ব্যবস্থা যা ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে, এই জাতিব্যবস্থা নিষ্ক্রিয়তা ও সংরক্ষণশীলতার জন্ম দিচ্ছে এবং গতিময়তা ও নেতৃত্বের ভাবকে দমন করছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতাভোগের জন্য সক্ষমতা কেবলমাত্র সামাজিক উদারনীতিবাদের ও শাসনমুক্তিবাদের মাধ্যমে এসে থাকে। তিনি জাতিব্যবস্তার সর্বনাশা পরিণামের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের "For instance, the caste idea is a collective idea in India. When we approach an Indian who is under the influence of the collective idea, he is no longer a pure individual with his conscience fully awake to the judging of the value of a human being. He is more or less a passive medium for giving expression to sentiment of a whole community. It is evident that the caste idea is not creative ; it is merely institutional. It adjusts human beings according to some mechanicl arrangement. It emphasizes negative side of the individual— his separateness. It hurts the complete truth in man."

ভারতে জাতি ব্যবস্থা হল একটি সমবেত বা সমষ্টিগত ধারণা। যখন আমরা একজন ভারতীয়ের কথা মনে করি, যিনি এই সমবেত প্রভাবের অধীনেই আছেন, তিনি কিন্তু একজন বিশুদ্ধ ব্যক্তি নন। কারণ তিনি বর্ণশঙ্কর। এ থেকে প্রমাণিত যে জাতি সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টিমূলক নয়, প্রাতিষ্ঠানিক। এটি কিছু যান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুযায়ী মানুষকে বিন্যস্ত করেছে। এটি ব্যক্তির নেতিবাচক দিকটির ওপর জোর দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জবলা সত্যকাম' কবিতায় উত্তরাধিকারমূলক অধিকারের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিম্নতম শ্রেণীকে যাতে শিক্ষার জন্য সমান সুযোগ সুবিধা দান করা হয় তার জন্য নিজের মতামত রেখেছেন। অস্পৃশ্যতার মতো বিকৃত ধ্যানধারণা কবির আত্মার যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছিল। তিনি বলেছিলেন— 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ ! যাদের তুমি করেছো অপমান, অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান।' ১৯৩২ সালে আগষ্ট মাসে রামসে ম্যাকডোনাল্ড যখন সাম্প্রদায়িক পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন, তখনই তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠে সমগ্র দেশবাসীকে ঐ ঘোষণাকে উপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছিলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরিবর্তে সকল অপ্রয়োজনীয় সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণী বৈষম্যকে অপসারণের জন্য সমস্ত ব্যক্তি কেন্দ্রীভূত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ভারতের সকল সামাজিক ব্যাধির যুক্তিসঙ্গত সমাধানের সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অধিকারের প্রচারক। তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি ভারতীয়দের অধিকারকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁর মতে "lack of political freedom degrades the moral fire of the people and narrows their soul. Only self-determination can vindicate the right of humanity." রবীন্দ্রনাথের মতে

কেবল মাত্র স্বাধীনতাই হল সকল যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও কঠোর শৃঙ্খলার বিরোধী, স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী আইনকানুন, পুরোহিত তান্ত্রিক কুসংস্কারাদি এবং সংকীর্ণ সামাজিক ধর্মবিশ্বাসের প্রতিরোধক ব্যবস্থা। স্বাধীনতা সকল প্রতিবন্ধকতা, অপমান লজ্জা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে থেকেও সমভার সৃষ্টি করে থাকে। রবীন্দ্রনাথ সমাজ ও রাজনৈতিক সংগঠন উভয় ক্ষেত্রেই বিভেদপরায়ণাতার, আচরণবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁর বক্তব্য হল রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বার্থকে রচনা করার জন্য এবং নিরাপত্তা দান করার জন্য বিদ্যমান থাকে। ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য বিদ্যমান থাকে না। বাহ্যিক কর্তৃত্বের ও বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ মানব আত্মার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাকে শুদ্ধিকরণ করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতার অর্থ হল আত্মার বিকাশ ও তার চরম উপলব্ধি, কোনো সংকীর্ণ মতবাদে তা আবদ্ধ নয়। পূর্ণাঙ্গ মানবদর্শনের পরিপেক্ষিতে কল্পিত এই মুক্তির উৎস মূলত উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গি ও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনের পরিধি অপেক্ষা বহুলাংশে বৃহত্তর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত ও এশিয়ার রাজনৈতিক স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন এবং স্বশাসনের পক্ষে জোর সওয়াল করেছিলেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর দানবীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি তৎকালীন ভাইসরয় চেমস্‌ফোর্ডের নিকট একটি বিখ্যাত পত্র পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি নাইট উপাধিও পরিত্যাগ করেন। ১৯৩২ সালে যখন ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রসের আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল পুরোদমে, তখন মানবপ্রেমী ও স্বাধীনতাকামী রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় জনগণের মৌলিক দাবি দাওয়া স্বীকার করে নেবার পক্ষে এবং অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা অনুমোদনের পাশে ওকালতি করেন। তিনি বৃটেন ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সেই সহযোগিতা অবশ্যই বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে বলে তিনি মনে করতেন। এটাই ভারতীয় জনগণের স্বশাসন ও সাম্যের অধিকারকে পরোক্ষে বুঝিয়েছিল। এই সমস্ত চিন্তাধারাই প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জনগণের স্বাধীনতা ও স্বশাসনের জন্য কতটা চিন্তিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পূজারি ও গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ উপাসক। তবে তিনি কখনোই স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণহীনতার পেক্ষাপটে বিচার করেন নি, আবার কখনও নিয়ন্ত্রণহীনতাকে স্বাধীনতা বলে স্বীকার করেন নি। তিনি স্বাধীনতার মাধ্যমে সামাজিক সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা কামনা করেছেন, সৃজনমুখী জীবনধারার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর মতে স্বাধীনতা হল সকল রকম সামাজিক অনাচার, স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একমাত্র রক্ষাকবচ।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বমানবতাবাদী দার্শনিক ও কবি। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনার আলোকে রচিত, বিশ্বজনীনতার উদারনৈতিক আলোকে উদ্ভাসিত, উজ্জল ও উন্মুক্ত। তাঁর জাতীয়তাবাদ স্বদেশি চিন্তা ভাবনা সীমিত পরিসরের এবং ইউরোপীয় অহমিকায় সংকীর্ণতায় আবদ্ধ

ছিল না, অন্ধ ছিল না, ছিল উদারনৈতিক বিশ্বমানবতাবাদী ভাবধারায় সিক্ত ও স্নাত। তিনি তাঁর জাতীয়তাবাদকে বিশ্বমানবতাবাদের, ধর্মনিরপেক্ষতার ও অসাম্প্রদায়িকতাবাদের বিশুদ্ধতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর উদারনৈতিক, বিশ্বমানবপ্রেমী জাতীয়তাবাদ জাত্যভিমান অধ্যুষিত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, বিরোধী ছিলেন উগ্র-জাতীয়তাবাদের এবং উগ্র স্বদেশ প্রেমের। তাবলে তিনি দেশপ্রেমের বিরোধী ছিলেন না। তিনি নিজেও একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ছিলেন। জন্মভূমির প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগ ছিল। তাঁর দেশাত্মবোধক গান ১৯০৫-০৬ সালে বঙ্গবিভাজন রোষের সময় সকল বাঙালির মুখে মুখে উচ্চারিত হয়েছিল। ১৯০৭ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যমূলক ও শিক্ষাবিষয়ক কার্যকলাপে নিজেকে সীমিত রেখেছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে রাজনৈতিক মতামত দিলেও সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন।

তিনি আধ্যাত্মিক সাহচর্যে বিশ্বাসীছিলেন। সেকারণেই পশ্চিমী জাতীয়তাবাদী আদর্শের অমানবিক প্রকৃতির বীভৎস প্রকাশ তাঁকে অত্যন্ত আহত, ব্যথিত করে তুলেছিল। তিনি মনে করতেন ইউরোপীয় ধাঁচের জাতীয়তাবাদ মানবতার আদর্শ নয় বরং সভ্যতার সংকট। রবীন্দ্রনাথের মতে, জাতীয়তাবাদ পরিচয়ের আবিষ্কার। এই অকল্যাণকর, অশুভ পশ্চিমী জাতীয়তাবাদ পৃথিবীতে নতুন নতুন Nation তথা জাতির আত্মপ্রকাশকে আটকাতে চায়। রবীন্দ্রনাথের মতে জাতীয়তাবাদ ধনতন্ত্র ও বাণিজ্য স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে এবং অনিবার্যভাবেই উগ্র ও আগ্রাসীরূপ ধারণ করে এবং অবশেষে সাম্রাজ্যবাদীরূপ ধারণ করে। জাতীয়তাবাদ তাই সমস্ত রকম আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী উ ীপনার সংকীর্ণ আবেগ প্রবণতার ও উগ্রতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং পশ্চিমী জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। নিজের জাতি অপেক্ষা ছোট ছোট অপর জাতিকে হেয় জ্ঞানে দেখার ও নগণ্য প্রতিপন্ন করার মানসিকতার বিরুদ্ধেও তিনি ধিক্কার জানিয়েছিলেন। তিনি মানবজাতির বিরুদ্ধেও ধিক্কার জানিয়েছিলেন। তিনি মানবজাতির ঐক্যচেতনায় বিশ্বাসী ও আস্থাশীল ছিলেন। সকল প্রকার হানাহানির বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি। তাঁরকাছে জাতি অপেক্ষা মানুষই ছিল বড়। তিনি জনগণের সমর্থক ও পূজারী ছিলেন জাতীয় পূজারী ছিলেন না। তিনি ভারতের মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তির পুনরুদ্ধারে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন জাতীয়তাবাদের প্রতি গভীর আসক্তি মানুষকে নেশাগ্রস্থ করে তোলে, মানুষের চিন্তাশক্তিকে নষ্ট করে দেয় এবং তাকে ক্ষমতার ক্রীতদাসে পরিণত করে ; মুনাফা অর্জনের স্বার্থে উৎপাদনের বিশাল যন্ত্রে পরিণত করে থাকে। কিন্তু সংগঠিত জাতীয়তাবাদ মানুষের আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতাকে প্রতিহত করে। ক্ষমতাশীল রাষ্ট্রসমূহ মুনাফা লাভের অসায় পরিকল্পনা করে এক আবেগের জন্ম দেয়। এই ধরনের, উগ্র-ফ্যাসীবাদী জাতীয়তাবাদকে তিনি সভ্যতার সংকট

বলে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের ক্ষমাহীন সমালোচক ছিলেন। তিনি বলেছেন ভারতে জাতি সমস্যা ছিল, কিন্তু ভারত তাকে সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেছিল, রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে নয়। ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ্য ও কাম্য ছিল মানবজাতির আত্মিক সহাবস্থান ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব। তিনি স্বজাতির মধ্য দিয়েই সর্বজাতির এবং সর্বজাতির মধ্য দিয়েই স্বজাতিকে সত্যরূপে উপলব্ধি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কোনরকম রাজনীতিবিদ্ ছিলেন না, ছিলেন রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্, সাহিত্যিক ও কবি। তিনি ছিলেন মানুষের পূজারী, বিশ্বশক্তির সমর্থক। তিনি ভারতীয় জনগণের শক্তি ও উৎসাহের পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু কখনোই শক্তির ক্রীতদাসে পরিণত করতে চাননি। তিনি সর্বদা জনগণকে জাতির প্রতি অন্ধবিশ্বাস থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। কারণ তিনি মনে করতেন জাতীয়তাবাদের প্রতি গভীর ভক্তি মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, তার চিন্তা-ভাবনা-শক্তির অবক্ষয় ঘটিয়ে থাকে এবং পরিণতিতে মানুষকে শক্তির দাসে পরিণত করে। তাই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা দিয়েছিলেন জাতির পূজার পরিবর্তে মানুষের পূজা করার ধর্মে। "In place of idolatry of the nation, Tagore preached the cult of the citizenship of the Divine - Kingdom."

References

1. Sukanta Bhattachariya, "Rabindranather Priti in Sukanta Samagrah".
2. Niharranjan Roy, "Rabindra Sahityer Bhumika, Vol.1".
3. Sumit Sarkar, "The Swadeshi Movement in Bengal".
4. Rabindranath Tagore, "The Religion of man".
5. S.N. Dasgupta, "Rabindranath".
6. Bipin Chandra Pal, "Rabindranath Tagore : Indian Nationalism".
7. S. Kaviraj, "Politics in India".
8. V.P. Varma, "Modern Indian Political Thought".
9. A. Mukhopadhaya, "The Bengal Intellectual Tradition".
10. T.N. Das, "Rabindranath Tagore, : His Religious, Social and Political Ideals".

'স্বপ্ন' গবেষণা পত্রিকায় কোনো লেখা প্রকাশের জন্য পাঠালে **D.T.P.** করে পাঠাবেন, অন্যথায় লেখা ছাপানো হবে না।

সম্পাদক ঃ স্বপ্ন